ঝিনাইদহে আসল পুলিশের খাঁচায় তিন ভুয়া পুলিশ আটক

ঝিনাইদহে আসল পুলিশের খাঁচায় বন্দি হয়েছে তিন ভুয়া পুলিশ। সদর উপজেলা হলিধানী ইউনিয়নের সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঝিনাইদহ গোয়েন্দা (ডিবি) এই তিন ভুয়া পুলিশকে আটক করে।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের বড়শিবাড়িয়া গ্রামের পুরাতন পাড়ার আরিফ হোসেনের ছেলে মোঃ নাজমুল হক (২৬), নুর ইসলামের ছেলে মোঃ লিখন আলী (২২) ও ওয়ালিউর রহমানের ছেলে মোঃ রনি (২৫)।

ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান রোববার রাত ৮টার দিকে ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজ এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি লোহার তৈরী পিস্তল সাদৃশ্য গ্যাসলাইট, রেক্সিসেনের কভার দ্বারা দিয়ে তৈরী বেল্ট ও পুলিশের স্টিকার লাগানো একটি মটরসাইকেল (চুয়াডাঙ্গা ল- ১১-৯০৩১) উদ্ধার করা হয়। আটকের সময় তারা নিজেদের পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আটককৃত তিন ব্যক্তি পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণা করার জন্য ঝিনাইদহে আসছিলো। খবর পেয়ে ডিবি পুলিশ তাকের আটক করে। গত সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইক চোর আটক

আলমডাঙ্গায় অভিনব কায়দায় ইজিবাইক চুরি করে পালানোর সময় জনতার হাতে আটক এক চোর কে গণধুলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

ওই চোরের নাম আনারুল ইসলাম (৩৬) । সে উপজেলার চিৎলা গ্রামের মাঝেরপাড়া বদরউদ্দিনের ছেলে। গতকাল রবিবার বিকেলে চুরি যাওয়া ইজিবাইকসহ তাকে স্থানীয় লোকজন ধরে ফেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামের বদরউদ্দিনের ছেলে আনারুল। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আলমসাধুসহ বিভিন্ন গাড়ি চুরির অভিযোগ রয়েছে ।

গত শনিবার গভীর রাতে কয়রাডাঙ্গা গ্রামের রুস্তম আলি বাড়িতে ইজিবাইক রেখে ঘুমাতে যায়। এ সময় চুরির উদ্দেশ্যে চিৎলা মাঝের পাড়ার আনারুল ওত পেতে থেকে ওই গাড়ি চুরি করে।

গতকাল রবিবার বিকেলে ইজিবাইকসহ আনারুলকে স্থানীয়রা আটক করে। পরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিলো।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে দুই মাদকসেবীর বিনাশ্রম কারাদন্ড

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে দুই মাদকসেবীর ৩মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেছে। গতকাল রবিবার উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, উপজেলার চিৎলা গ্রামের জাহা বকসের ছেলে রাসেল (৩০) ও একই গ্রামের করিম মল্লিকের ছেলে জহুরুল ইসলাম (২৯) দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গাঁজা সেবন করে আসছিল। গত ২৯শে মে দুপুরে তারা মাঠের মধ্যে গাঁজা সেবনকালে হাপানিয়া ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই গোলাম মোস্তফা সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে আটক করে।

এসময় তাদের নিকট থেকে গাঁজা ও সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করে। আটকের পর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মো: হুমায়ন কবীরকে সংবাদ প্রদান করলে তিনি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে দুজনকে ৩ মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসা ছাত্রকে বলাৎকার, শিক্ষক আটক

আলমডাঙ্গায় ১৩ বছর বয়সী এক ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে শাহিন আলম
(২৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার বিকেলে উপজেলার আসাননগর আলামিন সোসাইটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং থেকে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে পুলিশ।

এর আগে গত ২৮ শে মে ভোরে ওই মাদ্রাসায় ছাত্রকে বলাৎকারের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আটক শিক্ষক শাহিন আলম হরিণাকুন্ডু থানার কেষ্টপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে অবস্থিত আলামিন সোসাইটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং। ওই মাদ্রাসায় গত কয়েক বছর যাবৎ হরিণাকুন্ডু থানার কেষ্টপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে শাহিন আলম শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছে।

এ মাদ্রাসায় বাদেমাজু গ্রামের বিল্লাল মুন্সির ছেলে লেখাপড়া করে। গত ২৮ শে মে ভোর রাতে মাদ্রাসা শিক্ষক জোরপূর্বক ভাবে বলাৎকার করে। পরে, মাদ্রাসা ছাত্র গোপনে বাদেমাজুর নিজ বাড়িতে ফিরে পরিবারের লোকজনদের জানায়।

শুক্রবার বিকেলে বলাৎকারের শিকার শিশুর বাবা মাদ্রাসায় গিয়ে কমিটির লোকদের বিষয়টি জানায়। পরে আলমডাঙ্গা থানায় শিশু ও নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযুক্ত শাহিন আলমকে মাদ্রাসা থেকে আটক করে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আরেক মুনিয়া কি শৈলকুপার রমা রানী বিশ্বাস ?

শৈলকুপায় আরেক মুনিয়ায় করুন পরিণতি ঘটেছে। প্রেমিকের কাছ থেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অবৈধ সম্পর্ক ফাঁস হওয়ায় আত্মহত্যা করেন ১৭ বছরের কিশোরী রমা রানী। লম্পট প্রেমিকের বিচারের দাবীতে গ্রামজুড়ে ক্ষোভে ফুসছে মানুষ।

ঘটনাটি ঘটেছে জেলার শৈলকুপা উপজেলার ত্রীবেনি গ্রামে। এদিকে আদালতের নির্দেশে রমা রানীর আত্মহত্যার বিষয়টি তদন্ত করতে শৈলকুপা থানা পুলিশ মাঠে নেমেছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ত্রীবেনী গ্রামের রমেন বিশ্বাসের মেয়ে রমা রানী শেখপাড়া বাজারে কম্পিউটার শিখতে যেতো নরেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে জিৎ বিশ্বাসের কাছে। তাদের দুইজনের বাড়ি একই গ্রামে। স্কুল জীবন থেকেই তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এক সময় গভীর সম্পর্ক তৈরী হয় জিৎ ও রমার মধ্যে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে রমার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে লম্পট জিৎ।

ত্রীবেনী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর সাহেব আলীর ভাষ্যমতে অবৈধ মেলামেশায় সম্ভবত গর্ভবতী হয়ে পড়ে রমা। জিৎকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলে সে অস্বীকার করে। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাড়িতে গেলে উল্টো জিৎ বিশ্বাসের বড় ভাই বিপুল বিশ্বাস রমার পারিবারকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়। এদিকে গর্ভে অনাগত সন্তানের ভবিষ্যাৎ, পারিবারিক ও সামাজিক চাপে বিষন্ন হয়ে পড়ে কিশোরী রমা রানী।

গত ৯ মার্চ রমা রানী বিষপানে আত্মহত্যা করে। রমার আত্মহত্যা ও আদালতে মামলা দায়েরের পর বিষয়টি নিয়ে গ্রামে শোরগোল শুরু হয়। ফাঁস হয়ে পড়ে দুই জনের গভীর প্রেমের সম্পর্ক। জিৎ ও রমার পরিবারের মধ্যে এ নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ। প্রভাব আর প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে লম্পট জিৎ পার পেয়ে যেতে থাকে। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে ত্রীবেনি গ্রামের কতিপয় মাতুব্বররা। কারণ রমা রানীর পিতা একেবারেই হতদরিদ্র। তাদের থাকার মতো ঘরও নেই। এদিকে বিচারের আশ্বাসে দিনক্ষন গুনতে থাকেন রমার পিতা রমেন বিশ্বাস। নিরুপায় হয়ে আদালতের শ্মরনাপন্ন হন রমেন।

গত ১৫ মে ঝিনাইদহের একটি আদালতে মামলা করেন তিনি। মামলা করার পরই

রমা গর্ভবতী হয়ে পড়ার ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ে। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটি। মামলার পর মিডিয়া কর্মীদের নজরে আসে বিষয়টি।

রমা রানীর মা শোভা রানী জানান, কিশোরী রমা রাণী আমার ছেলের মতো ছিল। সংসারের সব কাজ এমনকি সে মাঠের কাজ পর্যন্ত সে করতো। তিনি অভিযোগ করেন, জিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে তার মেয়ের শত শত এসএমএস মোবাইলে রয়েছে। সেগুলো যচাই বাছাই করলেই সব ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে। তার মেয়ে অবৈধ মেলামেশায় গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলেন এমন কথা তিনি স্বীকার করে শোভা রানী বলেন, সমাজে যা রটে, তা কিছু না কিছ বটে। জিৎ বিশ্বাসের বিয়ের আশ্বাসে তার মেয়ে এমন ভুল পথে পা বাড়িয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি তার মেয়ের আত্মহত্যায় প্ররোচনার দায়ে জিৎ বিশ্বাসের বিচার দাবী করেন।

মেয়ের পিতা রমেন বিশ্বাস অভিযোগ করেন, আমার মেয়ের মৃত্যুর পর পোষ্টমর্টেম করেছে জিৎ এর বড় ভাই বিপুল বিশ্বাস। পুলিশকে ম্যানেজ করে আমাদের লাশের কাছেই যেতে দেয়নি। এমনকি আড়াই মাসে যতবার পুলিশ গ্রামে এসেছে আমাদের বাড়িতে আসেনি, গেছে আসামীদের বাড়িতে। আমাদের কোন বক্তব্য নেয়নি। তিনি বলেন আসামীর ভাগ্নে রিপন আমাদের ভারতে চলে যাওয়ার হুমকী দিচ্ছেন। তিনি আসামী জিৎ ও তার ভাই বিপুলের গ্রেফতার দাবী করেছেন।

স্থানীয় ইউপি মেম্বার সাহেব আলী অভিযোগ করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষনের আড়ালে জিৎ বিশ্বাস অশ্লিল কর্মকান্ড চালায়। বহু মেয়ে তার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই পরিবারের অপকর্মের জন্য এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম শুক্রবার বিকালে জানান, বৃহস্পতিবার কিশোরী রমার পিতার দায়ের করা মামলার আদেশ থানায় এসেছে। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। তিনি বলেন শৈলকুপা থানার সেকেন্ড অফিসার মামলাটি তদন্ত করে যথা সময়ে আদালতে প্রতিবেদন দিবেন।

দর্শনায় রেল কলোনীতে ১ সন্তানের জননীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার।

দর্শনা অফিসঃ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রেল কলোনী পাড়ার স্বামী পরিত্যক্ত খুশি
(২৮) নামের এক গৃহকর্মী পারিবারিক কলোহর জের ধরে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী জানায়, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার (মোবারকপাড়া) রেল কলোনী পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে খুশি খাতুন
(২৮) তার নিজ ঘরে বাশের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

স্থানীয়রা বলেন, প্রায় ১০ বছর আগে দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ার শওকত মিয়ার ছেলে আরিফ (৩২) এর সাথে বিচ্ছেদ (তালাক) হয়ে যায়। এরপর থেকে খুশি তার মায়ের বাড়ি মোবারকপাড়া কলোনিপাড়াতে বসবাস করে আসছিল। তার একটি মাদরাসা পড়ুয়া ছেলে আছে। নিহত খুশি তার মায়ের বাড়িতে থেকেই আশেপাশে বাড়িতে কাজ করে নিজের খরচ চালাতো। হঠাৎ গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে সে নিজ ঘরে বাশের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তার বড় ভাই জনি, ভাবি মোমেনা খাতুন ও ভাবির মেয়ে জয়া খাতুন। উক্ত ঘটনা টের পেয়ে তাহাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নিচে নামিয়ে তাৎক্ষণিক স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার পান্নার কাছে নিয়ে যায়। তখন পান্না ডাক্তার উক্ত ব্যক্তিকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মৃতর মরদেহ তাদের নিজ বাড়ি ফেরত নিয়ে যায়। তার মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে বাড়ির লোকজন সঠিক কোন কারন বলতে পারেনি। তবে আশপাশের লোকজনের ধারনা হয়তো পারিবারিক কলোহ।

মৃতর মা জানায়, তার মেয়ে খুশির গলায় ও পেটে সমস্যা আছে এবং অনেক জায়গায় চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু ভালো হয়নি। এবিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর রহমান কাজল মৃত্যুর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে এদিকে একই এলাকার ডলির ছেলে সাগরের বিরুদ্ধে নানামুখী গুঞ্জন উঠেছে। এবিষয়ে সাগরের সাথে কথা বল্লে তিনি বলেন, এসব ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে মিথ্যা কথা রটনা করছে

এলাকার কিছু মানুষ। খুশি আপা আমার এলাকার বোন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে ছিল।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হামলা! বাবা- ছেলে আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আশরাফপুর গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে আমিনুল ইসলাম ও তার ছেলে ওয়াসিম হোসেন এর উপর হামলা করে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে আশরাফপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে।

অভিযুক্তরা হলেন আশরাফপুর গ্রামের মৃত মহাসিন মণ্ডলের ছেলে খাদিমুল ইসলাম এবং আরিফুল ইসলাম আপি। তারা দুজনেই আমিনুল ইসলামের ভাই। হামলার ঘটনায় আমিনুলের মাথায় ৮ টি সেলাই ও ছেলে ওয়াসিম এর শরীরে ক্ষতের দাগ রয়েছে।

আহত আমিনুল ইসলাম জানান, আমার পিতা আমাদের জমিজমা-সম্পত্তি সব আমাদের তিন ভাই এবং দুই বোনের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেয়। এতে আমার ওই দুই ভাই খুশি না। আমার কাছে আমার এক বোন বসবাস করে। জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য ছিল। তাই আমার দুই ভাই পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাঁশের লাঠি, লোহার রড়, হাসুয়া নিয়ে আমার বাড়িতে প্রবেশ করে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে এসময় আমি চিৎকার করলে আমার ছেলে ওয়াসিম ছুটে এসে ঠেকাতে গেলে তারা ওয়াসিমকে বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

আমিনুল ইসলামের ছেলে ওয়াসিম জানান, আমার আব্বাকে যখন আমার চাচার মারপিট করছিল তখন আমি দৌড়ে যেয়ে তাদেরকে ঠেকাতে যায়। এসময় তারা আমাকে বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে এবং আমার গলায় তোয়ালা পেঁচিয়ে দুই দিকে টানা হাচরা করে আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা করে। এসময় আমি চিৎকার করলে

আশেপাশে লোকজন এসে আমাদের দুজনকে উদ্ধার করে। তাৎক্ষণিকভাবে আমার বাড়ির লোকজন আমাকে এবং আমার আব্বাকে ইজিবাইক করে মেহেরপুর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

এবিষয়ে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ঘটনাটি শোনার পরপর আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠায়। আহততের পরিবার থেকে অভিয়োগ করলে মামলা দায়ের করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

স্বামী কারাগারে থাকার সুযোগে পুকুরে বিষ দিল দূবৃর্ত্তরা

স্বামী রয়েছেন জেলে। এ সুযোগেই প্রতিপক্ষ দূর্বত্তরা তাদের একটি মৎস পুকুরে বিষ টোপ দিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাছ বিনষ্ট করেছে। বুধবার ভোরে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে উপজেলার বাবরা গ্রামে মৎসচাষী ওসমান বিশ্বাসের পুকুরে ওই মাছ বিনষ্টের ঘটনাটি ঘটে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস চাষী ওসমান বিশ্বাসের স্ত্রী সন্দেহজনক ৫ জনের নাম উল্লেখ করে কালীগঞ্জ থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী উপজেলা বাবরা গ্রামের হাজেরা বেগম জানান, বলিদাপাড়া গ্রামের নাসিম বিশ্বাসের বাবরা গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন ৪ বিঘার একটি মৎস পুকুর লীজ নিয়ে তার স্বামী মাছ চাষ করছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬ টার ওই পুকুরে মাছ মরে ভাসতে দেখে দিকে মসজিদের ইমাম রকিব হোসেন তাদেরকে খবর দেন। এ সময় তারা পুকুরে এসে দেখেন, বিষটোপ দিয়ে তাদের পুকুরের প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাছ মেরে বিনষ্ট করা হয়েছে।

ওসমানের স্ত্রী আরো জানান, গ্রামের দলাদলিতে একটি মামলায় তার স্বামী ওসমান বর্তমানে জেলে রয়েছেন। এ সুযোগে তাদের প্রতিপক্ষ একই গ্রামের বিল্লাল, জিহাদ, জামির, আশরাফুল ও হাসান নামে ৫ যুবক ওই পুকুরে বিষ দিতে পারে। কারন ঘটনার আগের দিন রাতের বেলা ওই যুবকদের তারা পুকুরের আশে পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, মৎস পুকুরে মাছ বিনষ্টের ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান।

গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে ঘরের তালা ভেঙে অটোরিকশা চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে নাজমুল হোসেন নামের এক ব্যক্তির ঘরের তালা ভেঙে অটোরিক্সা চুরি হয়েছে ।
মঙ্গলবার মধ্য রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে অটোরিকশা চুরি করে নিয়ে যাই। অটোরিকশা মালিক নাজমুল হোসেন ভাটপাড়া গ্রামের আনারুল চৌধুরীর ছেলে।

অটোরিকশা মালিক নাজমুল হোসেন জানান, প্রতিদিন সকালে অটো রিক্সা নিয়ে বের হয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে অটোরিকশার তালা লাগানো হয়।আজকেও রাতে অটোরিকশা তালা লাগানোর পর বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে ছিলাম। বুধবার সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি বাড়িতে অটোরিকশা নেই। বসত বাড়ির গেটে তালা ভাঙ্গা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অটোরিক্সার সন্ধান মেলেনি। অটোরিক্সার চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরিবারকে অসহায় হয়ে পড়েছে।

গ্রামবাসীরা জানান, ভাটপাড়া গ্রামের মাঝেমধ্যেই অটো রিক্সা, ভ্যান, ছাগল, সাইকেলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরির ঘটনা ঘটতেই আছে। প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটায় গ্রামটিতে চুরির আতঙ্ক বিরাজ করছে । প্রশাসনের তৎপরতা বৃদ্ধি না করা হলে গ্রামে চুরির ঘটনা আরো বাড়বে বলে বলে মনে করেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, চুরির ঘটনা কেউ জানায়নি। লিখিত ভাবে জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।